যায়যায়দিন

26 JUN 2010
তারিখ 26 JUN 2010
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৮

আগস্টে সার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু

শাহাব উদ্দিন সাগর

দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা পরিচালিত সার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হচ্ছে আগস্ট মাসেই। নয়াদিল্লির মেহেরাওলিতে অবস্থিত এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরুতে পড়ালেখার সুযোগ পাচ্ছে সার্কভুক্ত দেশের প্রায় চার হাজার শিক্ষার্থী। উন্মুক্ত থাকছে উচ্চ শিক্ষায় আগ্রহী দরিদ্র শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পড়ার সুযোগও। একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে দক্ষিণ এশিয়ার ৩০০ উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তির।

জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়টির নিজস্ব ক্যাম্পাস থাকবে সার্ক সদস্যভুক্ত প্রতিটি দেশের রাজধানী শহরে। ২০১৪ সালের মধ্যে ক্রমে চালু করা হবে সব ক্যাম্পাস।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা যায়যায়দিনকে বলেন, আগস্টে সার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা

বিশ্ববিদ্যালয় : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১

বিশ্ববিদ্যালয় : সার্ক

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

কার্যক্রম শুরুর বিষয়টি প্রায় নিশ্চিত। যাত্রার শুরুতে পড়ালেখার সুযোগ পাবে সার্কভুক্ত দেশের প্রায় চার হাজার শিক্ষার্থী। পরে শিক্ষার্থী সংখ্যা বাড়িয়ে সাত হাজার করার পরিকল্পনা রয়েছে।

সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীকে প্রতি সেমিস্টার পড়ালেখার খরচ বাবদ ব্যয় হবে ৪০০ মার্কিন ডলার (২৮ হাজার টাকা)। বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকবে ১০টি পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট অনুষদ ও একটি ছোট আন্ডার গ্র্যাজুয়েট অনুষদ। এছাড়া ভবিষ্যতে প্রকৌশল ও ওষুধ প্রযুক্তি বিষয়ক অনুষদ খোলার পরিকল্পনা রয়েছে কর্তৃপক্ষের। পরবর্তী সময়ে সাউথ এশিয়া স্টাডিজ অনুষদও খোলা হবে বলে জানা গেছে।

ভারত ছাড়া বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, মালদ্বীপ, ভুটান, নেপাল ও শ্রীলংকার রাজধানী শহরে থাকবে সার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্যাম্পাস। প্রায় ৫০০ অনুষদের পূর্ণাঙ্গ এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ধেক শিক্ষার্থী ভারত থেকে এবং নন-সার্ক দেশগুলো থেকে ১০ ভাগ নেয়ার কথা রয়েছে। বাকি অর্ধেকের মধ্যে সাতটি দেশের শিক্ষার্থী দিয়ে কোটা পূরণ করা হবে।

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, সার্ক একটা সম্মেলনসর্বস্ব সংস্থায় পরিণত হওয়ায় শীর্ষ সম্মেলনের দফাগুলো বাস্তবায়িত হয় না। সে ক্ষেত্রে সার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ও সে রকম আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় পড়তে পারে। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো ও লোকবলের দিক দিয়ে ইতিমধ্যে পূর্ণাঙ্গ করা হয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভিসার সহজলভ্যতাই পারে সার্ক বিশ্ববিদ্যালয়কে দ্রুত সচল করতে। তা না হলে বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটানের মতো দরিদ্র দেশ থেকে ভারতে গিয়ে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ নেয়া অনেকের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

সংশ্লিষ্টরা আরো বলছেন, সব ঠিক থাকলে বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন দ্বার উন্মুক্ত হবে। একই সঙ্গে ভারত ছাড়া অন্য দরিদ্র দেশের শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাট সুযোগ সৃষ্টি হবে।

এ ব্যাপারে সার্ক গবেষক ও ইক্যুইটিবিডির আহ্বায়ক রেজাউল করিম চৌধুরী যায়যায়দিনকে বলেন, এটি একটি ভালো উদ্যোগ। সার্ক প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রতিফলিত হচ্ছে, সার্ক সবসময় নতুন নতুন উদ্যোগ নিয়ে আসছে। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে অনেক উদ্যোগ লাল ফিতায় বন্দি হয়ে যায়। সার্ক বিশ্ববিদ্যালয় ঠিকভাবে যাত্রা শুরু করতে পারলে এবং শিক্ষার্থীরা ভিসামুক্ত প্রবেশাধিকার না পেলে এ অঞ্চলের দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়টি তেমন একটা সুফল বয়ে এনে দিতে পারবে না। একই সঙ্গে সার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশ ক্যাম্পাসে জলবায়ু অনুষদ খোলারও দাবি জানান তিনি।

উল্লেখ্য, সার্ক প্রতিষ্ঠার পর থেকে শীর্ষ নেতারা দক্ষিণ এশিয়ার দেড়শ কোটি মানুষের ভাগ্য ও জীবনমান উন্নয়নে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। গত মার্চে ভুটানের থিম্পুতে অনুষ্ঠিত সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে সার্ক ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (এসডিএফ) কার্যালয়ের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়।